ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

রাশমিকা-ক্যাটরিনার পর আলিয়ার ডিপফেক ভিডিও ভাইরাল

পৃঃ ৫

গুজরাটের নতুন অধিনায়ক গিল

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ৩২৬ ● কলকাতা ● ১৫ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০ ● শনিবার ● ০২ ডিসেম্বর, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

বিএড বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ শিক্ষামন্ত্রী, ভাবনায় আইনি পদক্ষেপ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : রাজ্যের বিএড কলেজ বাবাসাহেব আম্বেদকর বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পত্তি ভাঙচুর ও উপাচার্যকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগে সরগরম রাজ্য রাজনীতি। বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে এহেন পরিস্থিতিতে কাজ করা সম্ভব নয়, এমন জানিয়ে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে।এহেন পরিস্থিতিতে সোমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিয়োগের প্রসঙ্গ টেনে ব্রাত্য বলেন, 'আচার্যের (রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস) কথা শুনে এঁদের নিয়োগ হয়েছে। তাই যদি কোনও সমস্যা হয় তবে তা আচার্যকে জানানো উচিত। আমি দফতরের সঙ্গে এই বিষয়ে কথা বলছি। এভাবে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করা একেবারেই ঠিক নয়। উনি (সোমা বন্দ্যোপাধ্যায়) আচার্যের সঙ্গে কথা বলে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কিনা তা জানি না।'

এখানেই থেমে থাকেননি ব্রাত্য তিনি বলেন, 'বিষয়টি নিয়ে আইনি পরামর্শ নেওয়া হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে কী করা যায় তা ভাবনাচিন্তা করা হবে। এভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে তালাচাবি লাগানো যায় না। 'বিকাশভবনকেও এই কথা জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সোমা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এরপর ৩ পাতায়

উপাচার্য নিয়োগের এক্তিয়ার রয়েছে রাজ্যপালেরই, অবস্থান স্পষ্ট করলেন সিভি আনন্দ বোস

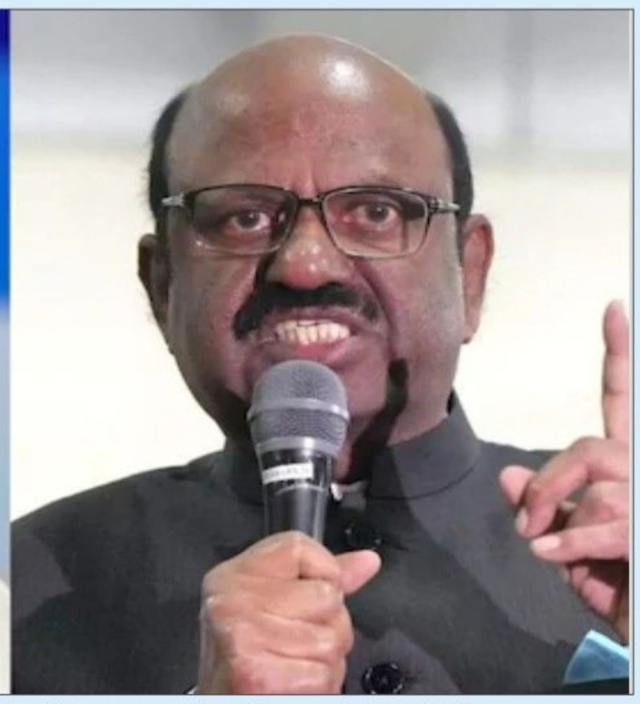

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : উপাচার্য নিয়োগের এক্তিয়ার রয়েছে রাজ্যপালেরই। শুক্রবার রাজভবনে এক অনুষ্ঠানে ফের নিজের অবস্থান স্পষ্ট করলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। কেরলের একটি মামলার পরিপেক্ষিতে সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দেয়, উপচার্য নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন আচার্য। পাশাপাশি নির্দেশ দেয়, উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে রাজ্যের এক্তিয়ার নেই।আর সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ই পশ্চিমবঙ্গের জন্যও অত্যন্ত তাতপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন ওয়াকিবহাল মহল। কারণ রাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে একাধিকবার সরাসরি সংঘাতে জড়িয়েছে রাজভবন এবং নবান্ন। রাজ্য সরকারের দাবি, কোনওরকম আলোচনা না করেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে নিজের পছন্দের লোককে কোনোরকম পূর্ব অভিজ্ঞতা ছাড়াই নিয়োগ করছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস।

এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তার উত্তরে এদিন রাজ্যের প্রসঙ্গ তুলে রাজ্যপাল বলেন- "উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট তার আইনি ব্যাখ্যা দিয়েছে। উপাচার্য নিয়োগের অধিকার আচার্যেরই রয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট পরিষ্কারভাবে জানিয়েছে যে রাজ্য যে কোনও রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক বিষয়ে, মূলত উপাচার্য নিয়োগ প্রসঙ্গে কোনওরকম হস্তক্ষেপ করতে পারে না।এটাই আমি বাংলায় আচার্য হিসেবে করেছি। আমি উপাচার্যদের এবং মন্ত্রী কে ডাকি আমি তাদের সুপ্রিম কোর্টের রায় সম্পর্কে বলি।"

কলকাতা হাইকোর্ট ও রায় দেয় রাজ্যপালের এক্তিয়ার রয়েছে। সেই প্রসঙ্গ এবং সুপ্রিম কোর্টের রায়ের প্রসঙ্গ টেনে রাজ্যপাল বলেন, "সরকারের উপাচার্য নিয়োগে কোনো

এরপর ৩ পাতায়

টেলিফোন বুথ থেকে ৭ কলেজের মালিক, রকেট গতিতে উত্থান ডোমকলের বিধায়ক জাফিকুলের

ডোমকল: নিউজ সারাদিন : চাকরি পাচ্ছিলেন না। বাধ্য হয়ে শুরু করেছিলেন টেলিফোন বুথ। ভাতশালা এলাকায়। কিন্তু তাতেও সংসার চলে না। তার পর ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে শুরু করলেন মুড়ির মিল। তার পর ধাপে ধাপে উন্নতি ডোমকলের বিধায়ক জাফিকুল ইসলামের।বছর ১৫ আগেও তেমনভাবে পরিচিতি ছিল না তাঁর। সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান জাফিকুল।তবে আচমকা সিবিআই তল্লাশি নিয়ে ডোমকলে এখনও চলছে জোর চর্চা। বিধায়কের বাড়িতে টানা এগারো ঘণ্টা সিবিআই তল্লাশিকে সেভাবে গুরুত্ব দিতে নারাজ তৃণমূল বিধায়ক জাফিকুল ইসলাম। সিবিআই ডাকলে তদন্তে সহযোগিতার আশ্বাস দেন তিনি। এদিকে, ওই তৃণমূল বিধায়কের বাড়ি থেকে ২৮ লক্ষ টাকা ও গয়নাগাটি উদ্ধারের ঘটনায় শুক্রবার বহরমপুরে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী বলেন, 'বিধায়কের বাড়ির ওই টাকা হাতের ময়লামাত্র।' ডোমকলের বিধায়কের বাড়িতে সিবিআই হানায় সিপিএমের ডোমকল জোনাল কমিটির সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান রানা জানান, 'জাফিকুল ইসলাম দুর্নীতি করেছেন নাকি করেননি, সেটা তদন্তকারীরা বুঝবে। কিন্তু এর আগেও ডোমকল থেকে অনেকে বিধায়কের দায়িত্ব সামলেছেন। কোনও কথা ওঠেনি। আজ বিধায়কের বাড়িতে দুর্নীতির প্রশ্নে

এরপর ৩ পাতায়

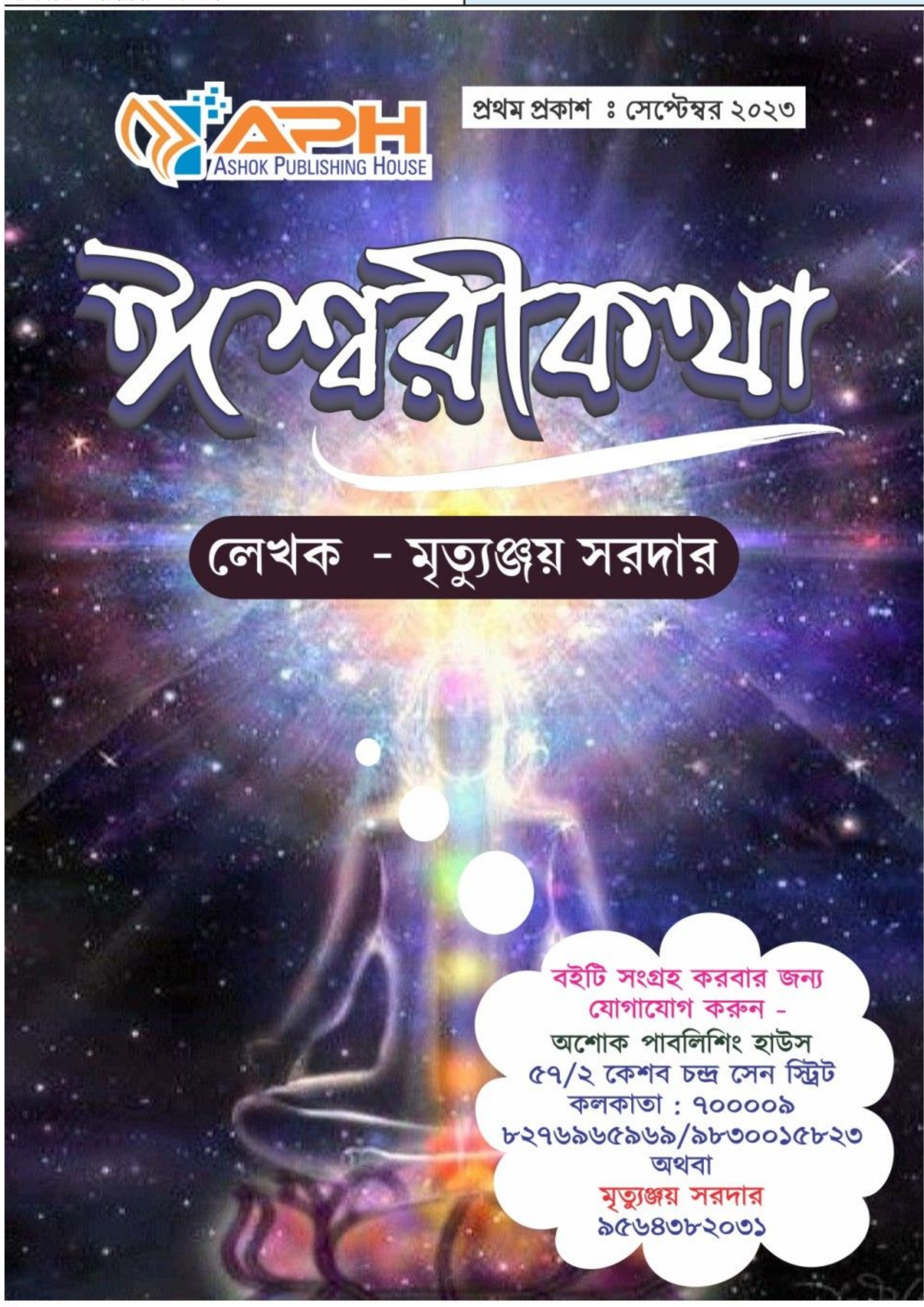

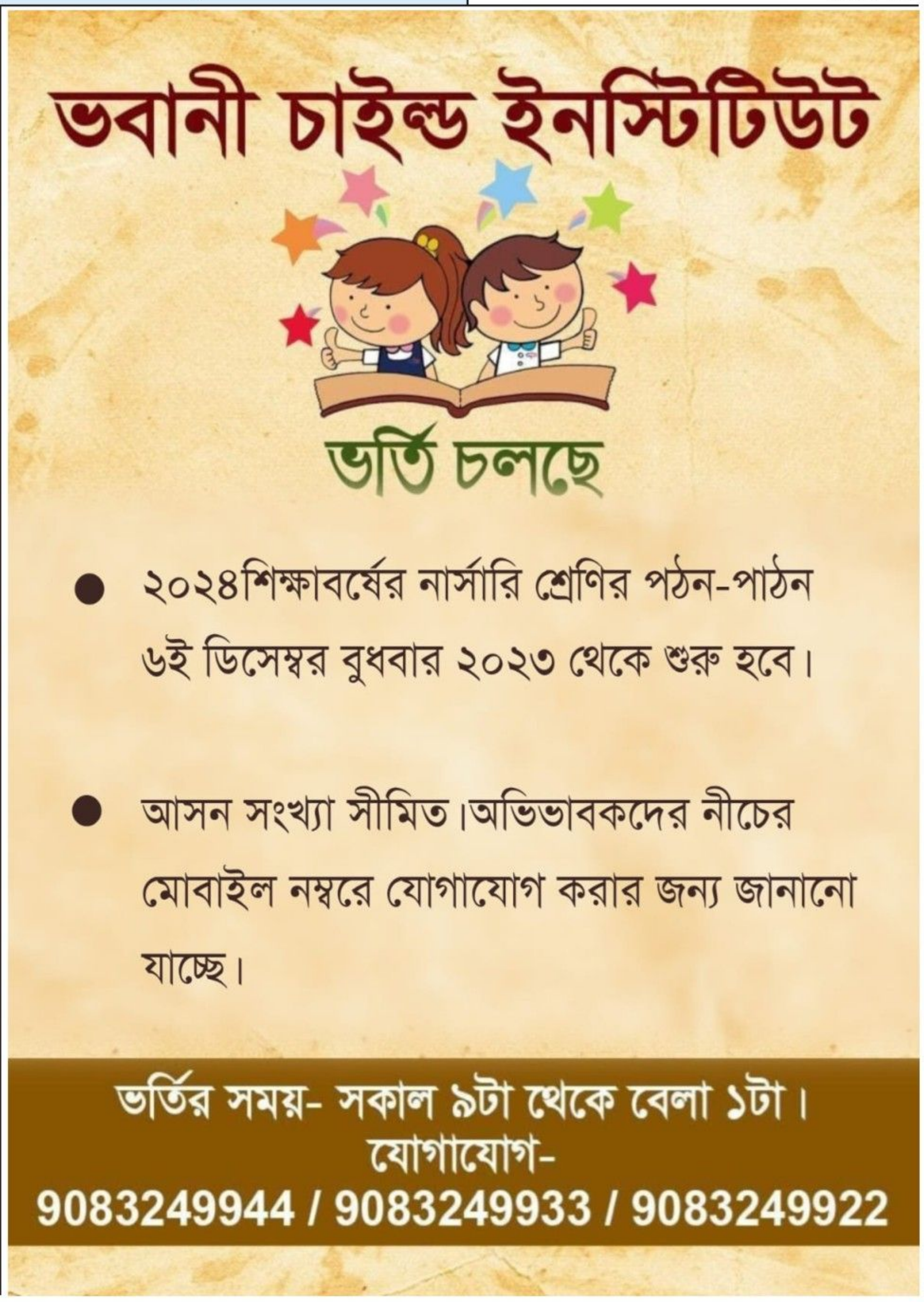

জঙ্গি আক্রমণের' হুমকি,

ক্যাম্পাসেই মানসিক নির্যাতনের অভিযোগ তুললেন খোদ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বেসরকারি বিএড কলেজ ও বিএড বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব চরমে। পরিকাঠামো ২৫৩ টি বিএড কলেজের অনুমোদন বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। আর তার জেরে মালিকপক্ষ অনশন আন্দোলনে সামিল হয়েছেন। 'জঙ্গি আক্রমণে'র পথে যাওয়ারও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা। আর তাতেই নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন বিএড বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সোমা বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রসঙ্গত, সঠিক পরিকাঠামো না থাকায়, এক ধাক্কায় ২৫৩টি বিএড কলেজের অনুমোদন বাতিল হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছিল, ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর টিচার এডুকেশন বা এনসিটির ২০১৪ সালের নিয়মবিধি মেনে চলতে হবে। যে সমস্ত কলেজ তা মানবে না, তাদের অনুমোদনও রাখা যাবে না। কিন্তু তা নিয়েই এখন তোলপাড় রাজ্য।তিনি বলেন, "আমাকে বলা হয়েছে জঙ্গি আক্রমণের পথে যাব। আমরা এবার আক্রমণাত্মক হব। আমরা ওঁকে তালা দিয়ে বন্ধ করে রাখব, গার্ডদের ছুড়ে ফেলে দেব। এই সব হুমকি দেওয়া হচ্ছে। আমি তো একজন মহিলা। এটা তো মনে রাখতে হবে। কীভাবে একজন মহিলার ওপর মানসিক নির্যাতন করা যায়? আমাদের বাঁচার অধিকার নেই নাকি? আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী একজন মহিলা। আমি উচ্চ শিক্ষা দফতরের প্রিন্সিপ্যাল সেক্রেটারিকে চিঠি দিয়েছি। প্রশাসনের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।"

এখন আতঙ্কে দিন কাটছে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যেক। শুক্রবার গিয়ে দেখা গেল বিএড বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটে তালা বুঝলে, বাইরে মোতায়েন পুলিশ। বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটে নোটিস ঝোলানো হয়েছে, তাতে স্পষ্ট লেখা, যে হুমকি, হুঁশিয়ারি এসেছে, তার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রাখা হয়েছে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য আরেকটি গেটে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন অনুমোদন বাতিল হয়ে যাওয়া বিএড কলেজগুলোর মালিকরা।

পরবর্তী রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের সদস্য কে,

নবান্নের বৈঠকে ডাক পেলেন শুভেন্দু!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের পরবর্তী প্রশাসনিক সদস্য কে হবেন, তা এখনও চূড়ান্ত হয়নি। ইতিমধ্যেই এই পদের জন্য অনেকেই আবেদন জানিয়েছেন। তবে তাঁদের মধ্যে থেকে কাকে দায়িত্ব দেওয়া হবে তা ঠিক হবে আগামী ১৪ ডিসেম্বর। ওই দিন নবান্নে একটি বৈঠক ডাকা হয়েছে।এই বৈঠকের কথা জানিয়ে নবান্নের তরফে বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। সূত্রের খবর, সেই চিঠির প্রাপ্তি স্বীকার করেছেন শুভেন্দুও। তবে নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ওই বৈঠকে যোগ দেবেন কিনা তা এখনও স্পষ্ট করেননি বিরোধী দলনেতা। শুভেন্দুর কথায়, ১৪ তারিখের আগেই তিনি যাবেন কি যাবেন না তা জানিয়ে দেবেন। যদিও তাঁর ঘনিষ্ট মহল সূত্রে খবর, এই বৈঠকে শুভেন্দুর যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা কম। তিনি নাও যেতে পারেন।প্রথা মেনে ওই বৈঠকে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকেও। এখন প্রশ্ন হল, তিনি কি বৈঠকে যোগ দেবেন?

গত ২৪ সেপ্টেম্বর রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের প্রশাসনিক সদস্যের পদ থেকে অবসর নিয়েছেন নপরাজিত মুখোপাধ্যায়। তাঁর ছেড়ে যাওয়া আসনে কে বসতে পারেন, সেই নিয়ে বেশ কয়েকদিন ধরেই জল্পনা চলছে। এই পদের জন্য ৩ জন আবেদন করেছেন। তাঁর মধ্যে আছেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যসচিব বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়, অবসরপ্রাপ্ত বিচারক পার্থসারথি মুখোপাধ্যায় ও প্রাক্তন আইপিএস অধীর শর্মা।নবান্ন সূত্রে খবর, রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের পরবর্তী প্রশাসনিক সদস্য হিসেবে রাজ্য সরকারের প্রথম পছন্দ বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যসচিব পদ থেকে অবসর নেওয়ার পর রাজ্যের মুখ্য তথ্য কমিশনারের দায়িত্ব সামলেছেন বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বেশ জাঁদরেল আমলা হিসেবেই পরিচিত। স্বরাষ্ট্রসচিব হিসেবেও তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতা আছে।

নিয়ম অনুযায়ী, রাজ্য মানবাধিকার কমিশন তিন সদস্য নিয়ে গঠিত। রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান পদে রয়েছেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য, জুডিশিয়াল সদস্য হিসেবে আছেন কলকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মধুমিতা মিত্র। এখন দেখার প্রশাসনিক সদস্য হিসেবে কাকে দায়িত্ব দেয় নবান্ন।রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের এই সদস্য পদে কাকে নির্বাচন হবে তার জন্য একটি বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। আগামী ৪ ডিসেম্বর বিধানসভাতে অধ্যক্ষের ঘরে এই বৈঠক হবে বলে স্থির থাকলেও সেটা পরিবর্তন করা হয়েছে। সেই বৈঠক হবে নবান্নে। সেখানে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই বৈঠকে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে শুভেন্দুকে।

দিদিকে বলব কাজ দিন',

বললেন সুড়ঙ্গ থেকে ফেরা মানিক

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রাজ্যে ফিরেই বিস্ফোরক উত্তরকাশীর সুড়ঙ্গ থেকে উদ্ধার হওয়া মানিক তালুকদার। তাঁর অভিযোগ, রাজ্যে কর্মসংস্থানের অভাব। বাইরে অনেক চাকরি রয়েছে। সেই কারণে বাধ্য হয়ে রাজ্যের বাইরে যেতে হচ্ছে। মানিক বলেছেন, 'কাজ দিলে বাংলাতেই থাকব। দিদিকে বলব কাজ দিন।'শুধু মানিক একা নন, রাজ্যে কর্মসংস্থানের অভাবের অভিযোগ বিভিন্ন পরিযায়ী শ্রমিকরা করেছেন। ভিন রাজ্যে রাজে গিয়ে মৃত্যু হওয়া একাধিক শ্রমিকের পরিবার বারেবারে অভিযোগ করে বলেছেন এই রাজ্যে কাজ নেই বলেই ভিন রাজ্যে গিয়ে অর্থ উপার্জন করতে হয়। সম্প্রতি উত্তরকাশীর সুড়ঙ্গে আটকে থাকাকালীন অপর শ্রমিক জয়দেব প্রামাণিকের বাবা তাপস প্রামাণিকও বলেছিলেন, তাঁর চায়ের দোকান। তা দিয়ে সংসার চলে না। ঝুঁকিপূর্ণ হলেও তিনি ছেলেকে আবার পাঠাবেন ভিনরাজ্যে কাজে। উত্তরকাশীর সুড়ঙ্গের ভিতরে আটকে থাকা শ্রমিকদের মধ্যে কোচবিহারের মানিক তালুকদার হলেন অন্যতম।উদ্ধারের পর ঋষিকেশ এইমস হাসপাতালে চিকিৎসা শেষে শুক্রবারই ফিরছেন রাজ্যে। বাগডোগরা বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, "ছেলে বিয়ে পাশ করে বসে রয়েছে। কাজ নেই। কাজে না গেলে সংসার চালাব কীভাবে?" তাঁর দাবি, বাইরে অনেক কোম্পানি রয়েছে। এখানে কোম্পানিই নেই।আর সরকারি চাকরি কতজনকে দেবে? প্রশ্ন করেছেন মানিক। একই সঙ্গে নিজের বেতনের কথা উল্লেখ করে বলেন, "ওখানে ৩৪ হাজার টাকা বেতন পাই। এখানে এই কাজে এত টাকা দেবে?"

নির্দেশ কার্যকর না হলে তাঁর বিরুদ্ধে আদালত

অবমাননার মামলা করা হবে বলেই জানান বিচারপতি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশের পর কেটে গিয়েছে প্রায় দুমাস। তা সত্ত্বেও কোনও নির্দেশিকা কার্যকর হয়নি। তাতে ক্ষুব্ধ বিচারপতি অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়। প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি গৌতম পালকে ডেডলাইন বেঁধে দিলেন তিনি। নির্দেশ কার্যকর না হলে তাঁর বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা করা হবে বলেই জানান বিচারপতি।গত ২১ সেপ্টেম্বর বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় ওই চাকরিপ্রার্থীকে প্রাথমিকের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার নির্দেশ দেন। সেই নির্দেশ এখনও কার্যকর না মানায় অসন্তুষ্ট বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। আগামী ৪ ঘণ্টার মধ্যে আদালতের নির্দেশ কার্যকর করার ডেডলাইন বেঁধে দিলেন তিনি। বিকাল ৩টে ২০ মিনিটের মধ্যে আদালতের পূর্ব নির্দেশ মানতে হবে বলেই সাফ জানান বিচারপতি। নির্দেশ না মানলে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি গৌতম পালের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা করা হবে বলে হুঁশিয়ারি তাঁর। হাই কোর্টের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে পর্ষদের তরফে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।২০১৪ সালের প্রাথমিক টেটে অংশ নেন চাকরিপ্রার্থী পল্লব বারিক। ওই পরীক্ষায় তিনি পাশ করেননি বলে জানায় পর্ষদ। তারপর এতগুলো বছর কেটে যায়। পর্ষদকে চ্যালেঞ্জ করে হাই কোর্টে মামলা করেন পল্লব। চাকরিপ্রার্থীর বক্তব্য, আবার গত বছর পর্ষদ জানায়, টেটে পাশ করেছেন তিনি। শুধু তাই নয়, তিনি ৯২ শতাংশ নম্বর পেয়েছেন। টেট উত্তীর্ণ জানতে পেরে চাকরির দাবিতে হাই কোর্টে মামলা করেন পল্লব।

পাকিস্তানের থেকে ১৮০০ বর্গমাইল

এলাকা ছিনিয়ে এনেছিল বিএসএফ! জেনে নিন সেই গৌরবোজ্জ্বল ঘটনা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিএসএফ' শুক্রবার তাদের ৫৯তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করছে। এই বাহিনী অনেক ফ্রনেট তার সাহসিকতার প্রমাণ দিয়েছে। ১৯৬৫ সালের ১ ডিসেম্বর বাহিনী প্রতিষ্ঠার মাত্র ছয় বছরের মধ্যে বিএসএফ 'বাংলাদেশের মুক্তির জন্য যুদ্ধের' বিশাল দায়িত্ব পায়। বিএসএফ ১৯৭১ সালের মার্চ থেকে শেষ পর্যন্ত অর্থাত ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত এই যুদ্ধে জড়িত ছিল।প্রাক্তন এডিজি এসকে সুদ তার বইয়ের চতুর্থ অধ্যায়ে লিখেছেন, ১৯৭১ সালের জুলাই মাসে কোচবিহারে থাকা বিএসএফের ১০৩তম ব্যাটালিয়ন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দখল থেকে ১৮০০ বর্গমাইল এলাকা ছিনিয়ে নিয়েছিল। বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের ৭১তম ব্যাটালিয়ন মহানন্দা নদীর পর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ওপর ব্যাপক হামলা চালায়। এই যুদ্ধে বিএসএফ কনস্টেবল পদম বাহাদুর লামা শহিদ হন। আহত হন আরও দুই সেনা। এই ব্যাটালিয়নটি বাংলাদেশের রাজশাহীতে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গেই সেখানকার লোকেরা 'লং লিভ ইন্ডিয়া বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ' স্লোগান দেয়। ৭৭তম ব্যাটালিয়নের ওপর বোমা ফেলে পাকিস্তান। বিএসএফ জবাব দিতে শুরু করলে পাকিস্তান পতাকা বৈঠকে রাজি হয়। ২২ এপ্রিল ১৯৭১, উভয় পক্ষই গুলি বন্ধ করতে সম্মত হয়।

বিএসএফের ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার আইজি গোলক মজুমদারকে

এরপর ৩ পাতায়

ডিসেম্বরের শুরুতেই উত্তরবঙ্গ সফরে মমতা-অভিষেক,

রয়েছে সরকারি ও ব্যক্তিগত কর্মসূচি

শিলিগুড়ি, ১ ডিসেম্বর: নিউজ সারাদিন : ডিসেম্বর মাসের শুরুতেই উত্তরবঙ্গ সফরে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ।জানা গিয়েছে, শিলিগুড়িতে কালিম্পং, দার্জিলিং ও দুই দিনাজপুর জেলা নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক করার কথা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর । অন্যদিকে, আলিপুরদুয়ারে জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারের জেলা নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক করার কথা রয়েছে । মুখ্যমন্ত্রীর পাশাপাশি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাহাড় সফরকেও বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে রাজনৈতিকমহল। পাহাড় সফরে থাকাকালীন বর্তমান পাহাড়ের পরিস্থিতি, উন্নয়ন নিয়ে প্রশাসন ও জিটিএ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করবেন মুখ্যমন্ত্রী । পাশাপাশি লোকসভা নির্বাচনের আগে পাহাড়ে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে কাকে প্রার্থী করা যেতে পারে এবং আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকা নিয়ে প্রাথমিক আলোচনা করতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । দলীয় সূত্রে এই খবর মিলেছে ।প্রশাসনিক সূত্রে খবর, ছয় ডিসেম্বর থেকে ১২ ডিসেম্বর উত্তরবঙ্গ সফরে যাওয়ার কথা মুখ্যমন্ত্রীর । আর অন্যদিকে, চার ডিসেম্বর থেকে আট ডিসেম্বর পর্যন্ত পাহাড় সফরে যাচ্ছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । মুখ্যমন্ত্রীর সফরের মাঝখানে একাধিক সরকারি কর্মসূচি রয়েছে । এছাড়াও কার্শিয়াংয়ে ভাইপো আকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিয়ের অনুষ্ঠানেও যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রী ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের । প্রশাসনিক সূত্রে খবর, আলিপুরদুয়ার, বানারহাট ও শিলিগুড়িতে প্রশাসনিক বৈঠকও সারবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।

মুখ্যমন্ত্রীর সফর ঘিরে ইতিমধ্যে প্রস্তুতি শুরু হয়েছে পুলিশ ও প্রশাসনিকমহলে । বৃহস্পতি ও শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক বৈঠকের প্রস্তুতি হিসেবে কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম পরিদর্শন করেন মেয়র গৌতম দেব, শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার সি সুধাকর, জেলাশাসক প্রীতি গোয়েল, ডিসিপি জয় টুডু-সহ অন্যান্যরা । এছাড়াও উত্তরবঙ্গের শাখা সচিবালয় উত্তরকন্যা প্রশাসনিক বৈঠকের জন্য প্রস্তুত রাখা হচ্ছে ।

পাহাড় সফরে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান অলোক চক্রবর্তী বলেন, "৬ তারিখ ভাইপোর বিয়েতে উপস্থিত থেকে পরের দিন ধূপগুড়ি, বানারহাটের দিকে যাবেন মুখ্যমন্ত্রী। ১০ বা ১১ তারিখ শিলিগুড়ি ফিরে আসবেন তিনি ।

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে।
সব রাজ্যে,
সব জেলা ও মহকুমাতে।
যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক ,
যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

১-ম পাতার পর

টেলিফোন বুথ থেকে ৭ কলেজের মালিক, রকেট গতিতে উত্থান ডোমকলের বিধায়ক জাফিকুলের

সিবিআই আসছে, এটা ডোমকলবাসীর কাছে লজ্জার।'বৃহস্পতিবার সিবিআই একযোগে বিধায়কের গোবিন্দপুরের বাড়ি, বাড়ি সংলগ্ন বিএড, ডিএড কলেজ ও বাড়ি থেকে কিছুটা দুরে পৃথক জায়গায় অবস্থিত আরও কয়েকটি কলেজে তল্লাশি চালায়। বৃহস্পতিবার সকাল ন'টা থেকে রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত প্রায় সাড়ে এগারো ঘন্টা ম্যারাথন তল্লাশি চলে। বিধায়কের বাড়ি থেকে ২৮ লক্ষ টাকা উদ্ধার হয়। যার মধ্যে জমি বিক্রির ২৪ লক্ষ ১২ হাজার টাকা তার শোওয়ার ঘরে একটি ব্যাগে রাখা ছিল। বাকি ৩ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা ও ১১২.৪৮ গ্রাম গয়না ছিল তাঁর স্ত্রীর আলমারিতে। সিজার লিষ্ট দিয়ে ওই টাকা ও গয়না সিবিআই নিয়ে গিয়েছে। এছাড়া কলেজের কিছু নথিপত্রও বাজেয়াপ্ত করেন তদন্তকারীরা। ডোমকলের বিধায়ক জাফিকুল ইসলাম জানান, 'সিবিআই আধিকারিকেরা তদন্ত চলাকালীন বাড়িতে যথেষ্ট ভালো ব্যাবহার করেছেন। আমাদের তরফেও যথেষ্ট সহযোগিতা করা হয়েছে। আগামী দিনেও সহযোগিতা করা হবে।'বিধায়কের দাবি, সিবিআই আধিকারিকেরা তাঁকে স্ত্রীকে জানান দিন সাতেকের মধ্যে বিধায়ককে তলব করা হতে পারে। বিধায়ক জাফিকুল ইসলাম জানান, 'ওই প্রতিষ্ঠানগুলি তিল তিল করে গড়া। সেখানে কোনও দুর্নীতি নেই। আর আমি নিয়োগ দুর্নীতিতে এক শতাংশও জড়িত নই। ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিতে হয়েছে। সরকারী সুযোগ সুবিধা ও কিছু মানুষের সহযোগিতাও পেয়েছি। ওই একদিনের সিবিআই হানায় সব কিছু নষ্ট হতে পারে না।' তবে তাঁরা তিন ভাই। তিনি মেজো। স্নাতক হওয়ার পর চাকরির জন্য হন্যে হয়ে ঘুরেছেন, কিন্তু পাননি। কিন্তু তিনি মুড়ি মিলের ব্যবসায় আটকে থাকার মানুষ ছিলেন না। মাঝখানে কিছুদিন ধর্মীয় প্রচারে মনোনিবেশ করেছিলেন। জাফিকুলের কথায়, সেটা অল্পদিনের জন্য। কিন্তু তার পরেই কোথা থেকে কি হল তার সূত্র পাওয়া যায়নি। কিন্তু তার ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় বাড়ির কাছেই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন একটি বিএড কলেজে। সেই যে শিক্ষাজগতে প্রবেশ তার পর আর পিছু ফিরে তাকাতে হয়নি।

একের পর এক সাফল্যে বিএড, ডিএড কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানের গোবিন্দপুরে ও তাঁর নিজের বাড়ির কাছে বিএড-ডিএড মিলিয়ে সাতটি কলেজ আছে তাঁর মালিকানাধীন। এছাড়াও রয়েছে একটি করে ফার্মাসিস্ট ও পলিটেকনিক কলেজও। বিধায়কের একটি পেট্রল পাম্প আছে ডোমকলেই। সব মিলিয়ে ডোমকলে প্রচার, তিনি প্রায় একশো কোটি টাকার সম্পত্তির মালিক। নখানা কলেজের মালিক হলেও তখন কোনও সক্রিয় রাজনীতি করতেন না জাফিকুল ইসলাম। তবে তিনি জানান ব্যক্তি জীবনে কংগ্রেস সমর্থক ছিলেন।

২০১১ সালে রাজ্যে বামফ্রন্টের পতনের পর ২০১৫ সালে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। আর সেই যোগদানের ফলে ধীরে ধীরে তার রাজনৈতিক ভাগ্যও খুলে যায়। ২০১৭ সালে ডোমকল নতুন পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ড থেকে কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। শুরু হয় তার রাজনৈতিক উত্থান। কাউন্সিলরদের বিক্ষোভের জেরে ততকালীন চেয়ারম্যান সৌমিক হোসেন অপসারিত হন। তাঁকে অপসারণের পর নতুন চেয়ারম্যান হন জাফিকুল। পরে ২০২১ সালে ডোমকল থেকে বিধায়ক নির্বাচিত হন। বর্তমানে তিনি একাধারের বিধায়ক, আবার ডোমকল পুরসভার প্রশাসকও। তাই নয় জাফিকুলকে ছাড়া ডোমকলে তৃণমূলের কোনও রাজনৈতিক আলোচনা বা কর্মসূচি সম্পূর্ণ হয় না।

এহেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতার বাড়িতে বৃহস্পতিবার সকালে হঠাত করেই সিবিআই হানায় যারপর নাই বিস্মিত ডোমকলের মানুষ। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে যোগ সন্দেহে ডোমকলের তৃণমূল বিধায়ক জাফিকুল ইসলামের বাড়িতে এদিন সকাল ন'টা নাগাদ কোনও নোটিস ছাড়াই হানা দেন সিবিআই আধিকারিকরা। শুধু বাড়িতে নয়, একই সঙ্গে তাঁর বাড়ি সংলগ্ন ও একটু দূরে থাকা বিএড কলেজগুলিতেও তল্লাশি চালিয়েছে। আর দিনভর মুর্শিদাবাদ জেলায় পাল্লা দিয়ে চলেছে জল্পনা। বিজেপির জেলা সভাপতি সাখারভ সরকার জানান, 'এই তো সবে শুরু। এর পর আরও চমক রয়েছে। বড়ঞা, ডোমকলকে দিয়ে মুর্শিদাবাদ জেলার দুই সীমানা ঘেরা হয়েছে। এর পর বহরমপুরেও ধরা হবে।' এদিকে, সিপিএমের ডোমকল জোনাল কমিটির সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান রানা জানান, 'নিয়োগ দুর্নীতিতে তৃণমূলের নেতারা জড়িত। তার জন্যই জাফিকুল ইসলামের বাড়িতে সিবিআই হানা।'' তবে তৃণমূলের নেতারা একে প্রতিহিংসা বলে দাবি করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার সুবিধা প্রাপকদের সঙ্গে কথা বলেছেন

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার সুবিধা প্রাপকদের সঙ্গে কথা বলেছেন। তিনি প্রধানমন্ত্রী মহিলা কিষাণ ড্রোন কেন্দ্রেরও সূচনা করেছেন। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী দেওঘর এইমসে ১০ হাজার তম জনওষধি কেন্দ্র জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করেছেন। এছাড়া শ্রী মোদী দেশে জনওষধি কেন্দ্রের সংখ্যা ১০ হাজার থেকে ২৫ হাজার বৃদ্ধি করার অনুষ্ঠানেরও সূচনা করেছেন। প্রধানমন্ত্রী এই ২ টি কর্মসূচিরই ঘোষণা করেছিলেন এবছরের স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে। প্রধানমন্ত্রী এদিন ঝাড়খন্ডের দেওঘর, ওড়িসার রায়গড়া, অন্ধ্রপ্রদেসের প্রকাশম, অরুণাচল প্রদেসের নামসাই এবং জম্মু ও কাশ্মীরের আরনিয়ার সুবিধাপ্রাপকদের সঙ্গে কথা বলেন।

সমাবেশে ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা পঞ্চদশ দিন পূর্ণ করছে আজ এবং এটি আরো গতি পেয়েছে।. প্রধানমন্ত্রী তাঁর সরকারে আস্থা রাখার জন্য নাগরিকদের ধন্যবাদ জানান। তিনি জানান, মোদী কি গ্যারান্টি ভিহিক্যাল ১২ হাজারের বেশি গ্রাম পঞ্চায়েতে পৌঁছেছে। প্রায় ৩০ লক্ষ নাগরিক এতে যুক্ত হয়েছেন। তিনি ভিভিএসওয়াইতে মহিলাদের অংশগ্রহণের প্রশংসা করেন। প্রধানমন্ত্রী ভিভিএসওয়াইয়ের সাফল্যের জন্য সরকারে আস্থা এবং তার প্রয়াসকে কৃতিত্ব দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভোট ব্যাঙ্ক এবং তোষণের রাজনীতির জন্য পূর্বতন সরকার জনগণের আস্থা হারিয়েছিল।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, উন্নত ভারতের সংকল্প শুধু মোদী এবং কোনো সরকারের নয়। এটা সকলের সংকল্প উন্নয়নের পথে যাবার জন্য। ভিভিএসওয়াইয়ের লক্ষ্য সরকারের কর্মসূচি এবং সুফল পিছিয়ে থাকা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া। তিনি বলেন, ভিভিএসওয়াই বিকশিত ভারতের ৪ টি অমৃত স্তম্ভের ওপর নির্মিত। ভারতের নারী শক্তি, যুবশক্তি, কৃষক এবং ভারতের গরিব পরিবারের উন্নতি হলেই ভারত উন্নত ভারত হয়ে উঠবে। কৃষি ক্ষেত্রে মহিলাদের ড্রোনের ব্যবহার এবং গরিব পরিবারকে সস্তায় ওষুধ দেওয়ার মত ২ টি মহিলা সশক্তিকরণের বিষয়টিও উল্লেখ করেছেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী বলেন, জনওষধি কেন্দ্রগুলিকে এখন মোদীর ওষুধের দেকান বলা হচ্ছে। তিনি এই ভালবাসা দেওয়ার জন্য নাগরিকদের ধন্যবাদ জানান। সবশেষে প্রধানমন্ত্রী সমগ্র সরকারি ব্যবস্থা এবং সরকারি কর্মচারীদের গুরুত্বের উল্লেখ করেন এই সমগ্র অভিযান শুরু করার জন্য। কয়েক বছর আগের গ্রাম স্বরাজ অভিয়ানের সাফল্যের উল্লেখ করেন তিনি। তিনি জানান ওই অভিযানে ২ পর্বে ৭ টি কর্মসূচি ৬০ হাজার গ্রামে পৌঁছে দেওয়া গেছিল। সরকারি প্রতিনিধিদের প্রয়াসের প্রশংসা করেন তিনি। সবশেষে শ্রী মোদী বলেন, "সম্পূর্ণ সততার সঙ্গে দৃঢ়তার সঙ্গে থাকুন এবং প্রতিটি গ্রামে পৌঁছন। বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা সফল হওয়া সম্ভব।"

২ পাতার পর

পাকিস্তানের থেকে ১৮০০ বর্গমাইল এলাকা ছিনিয়ে এনেছিল বিএসএফ! জেনে নিন সেই গৌরবোজ্জ্বল ঘটনা

বাংলাদেশের পক্ষ থেকে 'ফ্রেন্ডস অব বাংলাদেশ' পুরস্কার দেওয়া হয়। ১৯৭১ সালে, বিএসএফের ১০৩তম ব্যাটালিয়ন, যা কোচবিহারে ছিল, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর দখল থেকে ১৮০০ বর্গমাইল এলাকা দখল করেছিল।

পাকিস্তানি সেনাদের যোগ্য জবাব দেওয়া হয়

সঞ্জীব কৃষ্ণ সুদ, ADG BSF (Ae.) তার 'BSF, The Eyes and Years of India' বইতে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সময় 'বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের' সাহসিকতার বিষয়ে অনেক তথ্য তুলে ধরেছেন। সুদ লিখেছেন, ১৯৬৫ সালের ১ ডিসেম্বর বাহিনী প্রতিষ্ঠার ছয় বছরের মধ্যেই বিএসএফ 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ'-এর মতো বিশাল দায়িত্ব পায়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার লড়াইয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেছে বিএসএফ। বিএসএফ বিশেষ কমান্ডোদের 'ব্ল্যাক শার্ট' প্রস্তুত করেছিল। এরা সেই একই কমান্ডো ছিল যারা পাকিস্তানি সেনাদের ওপর অ্যামবুশ করেছিল। পাকিস্তানের অধিকাংশ অবস্থান ধ্বংস করা হয়। দ্বিতীয় ধাপে সীমান্ত ছাড়া বাকি সব বিওপির নিরাপত্তার দায়িত্ব পায় বিএসএফ। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে বিএসএফ সেনাবাহিনীর সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করে। বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের ২৩টি ইউনিটের নিয়ন্ত্রণ সেনাবাহিনীর হাতে ছিল। ৭১তম ব্যাটালিয়ন, যার ১০টি 'পোস্ট গ্রুপ আর্টিলারি' ছিল, সহকারী কমান্ড্যান্ট এলএস নেগির নেতৃত্বে ছিলেন।

১-ম পাতার পর

উপাচার্য নিয়োগের এক্তিয়ার রয়েছে রাজ্যপালেরই, অবস্থান স্পষ্ট করলেন সিভি আনন্দ বোস

এক্তিয়ার নেই, কিন্তু আচার্য্যর ক্ষমতা রয়েছে সিদ্ধান্ত নেওয়ার। আইনিভাবে তিনি উপাচার্য নিয়োগ করতে পারবেন। আমি আইনের পথেই যাব।"প্রসঙ্গত কেরলের কান্নুর বিশ্ববিদ্যালয়কে ঘিরে এই সমস্যা তৈরি হয়েছিল। রাজ্যপালের দ্বারা নিয়োগ করা উপাচার্যের জায়গায় আগের উপাচার্যকে পুনরায় নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত নেয় কেরলের রাজ্য সরকার। উপাচার্যকে পুনরায় নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত খারিজ করে দিয়েছে শীর্ষ আদালত। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে, কেরল সরকার যে কাজটা করেছে, সেটা পুরোপরি অযাচিত। অর্থাত বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য হিসেবে রাজ্যপালের হাতে যে ক্ষমতা আছে, তাতে অকারণেই হস্তক্ষেপ করেছে কেরল সরকার।

১-ম পাতার পর

বিএড বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ শিক্ষামন্ত্রী, ভাবনায় আইনি পদক্ষেপ

কিন্তু এইভাবে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রাখার সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। এই বিষয়ে আইনি পদক্ষেপ করার ভাবনা চিন্তাও শুরু হয়ে গেছে বলে জানান তিনি।

গত মাসেই রাজ্যের ২৫৩ টি বেসরকারি বিএড কলেজের ছাত্র ভর্তির অনুমোদন বাতিল করা হয়েছে। সেই নিয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে। বাবা আম্বেদকর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের অভিযোগ, বিএড কলেজের ছাত্র ভর্তির অনুমোদন বাতিল করার সিদ্ধান্ত জানানোর পর থেকেই একের পর এক হুমকি আসছে তাঁর কাছে। এমনকী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাঙচুরও করা হয়েছে। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকারি সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে। ভবিষ্যতে বিষয়টি আরও জটিল হতে পারে। সেই কথা ভেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাজ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।এদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে একটি বিজ্ঞপ্তি টাঙানো হয়েছে। তাতে জানানো হয়েছে, সম্পত্তি রক্ষা ও নিরাপত্তার স্বার্থে অনির্দিষ্টকালের জন্য বাবাসাহেব আম্মেদকর বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রাখা হবে। আরও বলা হয়েছে, প্রশাসনের সহযোগিতায় পরিস্থিতি যতক্ষণ না স্বাভাবিক হচ্ছে, ততদিন বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকবে।

সেই খবর চাউর হতে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন শিক্ষামন্ত্রী। তিনি বলেন, 'বৃহস্পতিবার রাতেই বিষয়টি জেনেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার ইমেল করে শিক্ষা দফতরকে জানিয়েছেন। এভাবে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করা কোনও সমাধানের পথ হতে পারে না।' বাবাসাহেব আম্মেদকর বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে রাজ্যের সঙ্গে রাজ্যপাল সংঘাত ছিলই।রাজ্য উচ্চশিক্ষা দফতরের অভিযোগ, রাজ্যপাল কোনও আলোচনা ছাড়াই বাবাসাহেব আম্মেদকর বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য হিসেবে সোমা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়োগ করেছেন। শুধু বাবাসাহেব আম্বেদকর বিশ্ববিদ্যালয় নয়, রাজ্যের আরও কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে রাজ্য ও রাজভবনের মধ্যে চাপানউতোর চলছে। বিষয়টি সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গড়িয়েছে।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার
নিউজ সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
২ বর্ষ ৩২৬ সংখ্যা ০২ ডিসেম্বর, ২০২৩ শনিবার ১৫ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০

সুন্দরবনবাসির রক্ষাকর্তা বনের মা বনবিবি দেবী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(প্রথম পর্ব)

লেখার শুরুতে নিজস্ব কিছু কথা না বললে এই লেখাটি মনে হয় সম্পূর্ণ হবে না। জন্মের পর হইতে বড় হয়ে আমি দেখেছি, আমার বাড়ির লোকেরা শাসনকর্তা ছিলেন।দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার হোটরের রত্না গ্রামের সদ্দার পরিবারের যে রাজবাড়িটি , সেই রাজবংশের বংশধর আমরা।ভাগ্যের পরিহাস আজ হয়তো আমরা সেই জায়গাতে নেই, সুন্দরবনের জঙ্গল হাসিল করে আমার পিতামহ সুন্দরবনের হেদিয়া বসবাস শুরু করেছিল, যা হেদিয়াবাদ মৌজা নামে পরিচিত। বিদ্যাধরী নদী ও আঠারোবাকি নদীর তীরে দ্বীপ হেদিয়া হেদিয়াতে সে সময় জঙ্গল ছিল আর সেই জঙ্গল হাসিল করে নদীর তীরে বাঁধ এখানকার জোরদার জমিদার হয়ে উঠেছিল আমার পিতৃ পুরুষরা, তবে ইংরেজ শাসন কালে ইংরেজদের সাথে মোকাবিলা করতে গিয়ে সে সম্পদ হাতছাড়া হয়ে গেছিল। তার ফল পথে হয়েছিল সরদার পরিবার সকলকে। ছোটবেলায় আমার পিতা জ্যাঠামশাই অর্ধেক দিন অনাহারে দিন কাটাতে হয়েছিল। এ ঘটনা পাড়া-প্রতিবেশী সকলের জানা, তবে আমরা দুবেলা-দুমুঠো নুন ভাত খেয়েও মানুষ হয়েছি। সুন্দরবন বাঘের মুখে থেকে মাছ ধরে, বাজারে বিক্রয় করে, সেই উপার্জনের টাকায় আমাদেরকে মানুষ করেছে আমার পিতা লালু সরদার ।সুন্দরবনের সেই ইতিহাস আজ আমি আমার বাবার মুখ থেকে যা শুনেছি এবং আমি নিজে বহুবার সুন্দর বনে ঘুরে যতোটুকু তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছি। আমার এই অনুসন্ধান এবং গবেষণা সুন্দরবনের তথ্য চিত্র শুরু করেছিলাম আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন স্বপন দত্ত বাউলকে নিয়ে ।আজ আমি এসব কথা লেখার ইচ্ছা না থাকলেও গবেষণার মুহূর্তটাকে তুলে ধরতে বাধ্য হলাম, তবে সে তথ্যচিত্রটি যেকোনো কারণে রিলিজ করা সম্ভব হয়নি।মানুষ সামাজিক জীব, সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করবার প্রয়োজনে নানা কর্মসূত্রকে আশ্রয় করে এক একটি সমাজ সে গড়ে তোলে নিজেরই পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য। মানব জীবন এগিয়ে চলে সমাজ - সংসার- প্রাকৃতিক পরিবেশ ও নিজস্ব বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে। সমস্ত কিছুর মধ্যে দিয়ে নিজেকে এবং নিজস্বতাকে প্রমাণ করতে চায়, তাই নিজস্বতার কারণে অন্যের থেকে স্বতন্ত্র হয়ে পড়ে। এই স্বাতন্ত্র্য শুধু ব্যক্তির ক্ষেত্রে নয়, তা সমাজেরও। এমনিই একটি সমাজ জীবন দেখতে পাব সুন্দরবনের লোকজীবনে এবং বনবিবি সংস্কৃতিতে। লোকায়ত সংস্কৃতি লোকসমাজের প্রতিটি মানুষের গোষ্ঠীগত ঐতিহ্যবাহিত এবং লালিত মহান সৃষ্টি। সুন্দরবনের ভৌগোলিক অবস্থান ঠিক কোন জায়গায় সেটি আমাদের অনেকেরই অজানা। তবে আজ আমারা এই লেখাতেই সবকিছু চিত্র ফুটে উঠবে ।বঙ্গোপসাগর উপকূলে গঙ্গা, মেঘনা ও ব্রক্ষপুত্র অববাহিকায় অবস্থিত পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ সুন্দরবন। অষ্টাদশ শতকে বৃহত্তর সুন্দরবনের সীমানা একসময় কলকাতা অবধি বিস্তৃত ছিল। তখনকার সুন্দরবনের আয়তন ছিল, বর্তমানের সুন্দরবনের প্রায় দ্বিগুণ।বন কেটে আবাদ ভূমি স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরবনের আয়তন সঙ্কুচিত হতে হতে আজকের জায়গায় এসে পৌঁছেছে।তবে আমরা স্বাধীনতার আগে যে সুন্দরবনকে দেখেছিলাম আজ সেই সুন্দরবন বিভক্ত দুটো ভাগে ভাগ হয়েছে। একদিকে বাংলাদেশ আরেকদিকে ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গের দুই জেলা উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত সুন্দরবন।

১৯৪৭ এ দেশ ভাগের সময় সুন্দরবনের আয়তন ছিল প্রায় ২৫,৫০০ বর্গ কি:মি:, যার মধ্যে বর্তমানে ভারতীয় সুন্দরবনের আয়তন প্রায় ৯৬৩০ বর্গ কি:মি: এবং বাংলাদেশের সুন্দরবনের আয়তন প্রায় ১৫৮৭০ বর্গ কি:মি:। উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জুড়ে বিস্তৃত এই ভারতীয় সুন্দরবনের এলাকা।এই সুন্দরবন লাগোয়া শহরকেন্দ্রিক বন্দর ক্যানিংয়ে এসে লর্ড ক্যানিং ব্যবসা শুরু করেছিল।ব্রিটিশ সরকারের আমলে ,সেই সরকারের পদাধিকারীরা সুন্দরবনের ঘুরে দেখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতন বিশ্বকবি হ্যামিলনের জন্য সুন্দরবনের এসেছিলেন।তবে সুন্দরবনকে নিয়ে বহু সাহিত্যিক, কবি ও লেখক এবং গবেষক বিভিন্ন বই লিখেছেন।তেমনি একজন লেখক বা গবেষক বললেও চলে, তিনি যা বলতে চেয়েছেন সুন্দরবনকে নিয়ে। ব্রিটিশ উদ্ভিদবিদ্যাবিদ ডেভিড প্রেন ১৯০৩ সালে 'বেঙ্গল প্ল্যান্টস' নামে একটি বই লিখেন।সেই বইতে সুন্দরবনের ইতিহাস সম্পূর্ণ রুপে বর্ণনা করেছিল।

তিনি যখন বইটি লিখেন, তখন বেঙ্গল বলতে বুঝিয়েছে তদানীন্তন বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিকেই। এর মধ্যে পড়ে বর্তমান বাংলাদেশ, ভারতের বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা ও ঝাড়খণ্ড। আমরা আজ যে সুন্দরবনের জঙ্গল দেখছি, সেই সুন্দরবন একটা সময় বহু বছর আগে মানুষের বাসস্থান ছিল। কিভাবে মানুষের বাসস্থান টি ধ্বংস হয়ে, সুন্দরবন জল জঙ্গল আর জমিন হয়ে গেলো তার ইতিহাস স্পষ্ট ধারণা নেই আমাদের অনেকের কাছে। তিনি এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের গাছপালার জরিপ করে বিবরণ দিয়েছেন তার বেঙ্গল প্লান্টস বইতে। তার এ বইটি পড়ে এখনো এই অঞ্চলের গাছপালা সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করা যায়। প্রেনের মতে, সুন্দরবন নামটি এসেছে সুঁদরী (Heritiera minore, জড়ীন) গাছের নাম থেকে। কিন্তু সুঁদরী গাছ হয় কেবল সুন্দরবনের পশ্চিম ভাগে, যা পড়েছে বাংলাদেশের মধ্যে,কিন্তু সুন্দরবনের যে অংশ পড়েছে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে, সে অংশে প্রধান গাছ হলো গরান। ওই অংশে সুঁদরী গাছ ছিল না , কিন্তু তবুও ওই অংশকে বলা হয়েছে সুন্দরবন। যদিও বলা উচিত ছিল, গরান বন (Ceriops roxburghiana, Aran) ,কিন্তু তা বলা হয়নি। অনেকে বলেন, সুন্দরবন নামটি এসেছে সমুদ্র-বন থেকে। সমুদ্র-বন বলতে বুঝিয়েছে সমুদ্রের ধারের বন। এই সুন্দরবনকে নিয়ে সারা বিশ্বের মানুষ প্রতিনিয়ত চর্চা গবেষণা সবকিছু চালিয়ে যাচ্ছে কিন্তু এর সঠিক হদিস গবেষকরা বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছে ।সুন্দরবন পৃথিবীর মানচিত্র একটু অন্য কথা বলে যায়,বঙ্গোপসাগরের উপকূল এলাকায় ছোট ছোট শাখা

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সম্পাদকীয়

বিধানসভায় বিক্ষোভে এবার বিধিনিষেধ

বিধানসভায় বিক্ষোভে, অবস্থানে এবার বিধিনিষেধ! 'লবি বা আম্বেদকর মূর্তির সামনে অনুমতি ছাড়া বিক্ষোভ নয়', কড়া নির্দেশ দিলেন স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন, 'সরকার পক্ষের সদস্যরা আমার অনুমতি দিয়ে ধরনায় বসেছিলেন। কিন্তু বিরোধী দল আমার থেকে কোনও অনুমতি নেয়নি' ।আর স্পিকারের নির্দেশ? শুভেন্দু বলেন, 'এটা গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ। কফিনে শেষ পেরেকটা পোঁতা হয়েছে। আমরা যেটুকু শুনেছি, বাকিটা অর্ডারের কপি আসতে দিন। যদি নিয়ম এবং মৌলিক অধিকার ভঙ্গ হয়, যার করার, আমরা করব। এর আগেও করেছি। গতবার আমার, মনোজ টিগ্গাদের সাসপেনশন, দীপক বর্মনদের সাসপেনশন, মিহির গোস্বামীদের সাসপেনশন, এমনি প্রত্যাহার হয়নি, কোর্টের হস্তক্ষেপে হয়েছে' ।ঘটনাটি ঠিক কী? ৩ দিনের কর্মসূচি। কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রতিবাদে বিধানসভায় আম্বেদকর মূর্তির সামনে ধরনা বসেছিলেন তৃণমূলের বিধায়ক, মন্ত্রীরা। কিন্তু দ্বিতীয় দিনে যখন সেই ধরনায় যোগ দেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী, তখন দুর্নীতি অভিযোগে পাল্টা বিক্ষোভে শামিল হন বিজেপি বিধায়ক। স্লোগান, পাল্টা স্লোগান উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বিধানসভা চত্বর।

গতকাল, বৃহস্পতিবার ছিল তৃণমূলের ধরনার কর্মসূচি শেষদিন। বিধানসভা চত্বরে রীতিমতো থালা বাজিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে স্লোগান দিচ্ছিলেন রাজ্যের শাসকদলের বিধায়করা, মন্ত্রীরা। বিধানসভা সিঁড়িতে বসে ফের একই কায়দায় পাল্টা বিক্ষোভ দেখান বিজেপি বিধায়ক। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে ওঠে 'চোর চোর' স্লোগানও। পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যে, বিধানসভায় ঢোকে পুলিস।

এদিন শীতকালীন অধিবেশন দ্বিতীয়ার্ধের বিধানসভায় আইনশৃঙ্খলা ভঙ্গের নিন্দা করেন স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'সরকার পক্ষের সদস্যরা আমার অনুমতি দিয়ে তারা ওখানে ধরনা বসেছিলেন। কিন্তু বিরোধী দল আমার থেকে কোনও অনুমতি নেয়নি। সিঁড়ির সামনে বসে, লোকের যাতায়াতকে অবরোধ করেছিল তারা। সেইসঙ্গে এমন অঙ্গভঙ্গি করছিল, এমন উসকানিমূলক আচরণ করছিল, যে আমাদের শান্তিভঙ্গের যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল'।

স্পিকার জানান, 'আমি একটা নির্দেশ দিয়ে বলেছি, পশ্চিমবঙ্গের শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য আমাদের এলাকার মধ্যে কাউকে যদি ধরনায় বসতে হয় বা বৈঠক করতে হয়, আমার কাছে আগাম অনুমতি নিতে হবে'।

দৈনিক কাগজের সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার

খুন হতে পারে আশঙ্কা প্রকাশ পরিবারের

(পঞ্চম পর্ব)

কাগজের সম্পাদক কে অপমান এবং মারধর হয়েছিল,তার কোন সূরাহ আজ হলো না। নিচের তলার পুলিশ কর্মীরা এমনভাবে অমানবিক অবিচার ও অত্যাচার করছে যাতে মৃত্যুঞ্জয় সহ তার পরিবার যে কোনভাবে যেন আত্মহত্যা করে। বা কোন কারণে মাথা গরম হয়ে কিছু অপীতিকার ঘটনা ঘটায় সেই চেষ্টায় যেন অব্যাহত। যখন মানুষ আইনের উপরে ভরসা হারিয়ে যায় তখন সে নিজের বিচার নিজেই করে নেয়, সে কথা স্পষ্ট জানাচ্ছে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার। গতকাল সকালে তার পরিবারকে নিয়ে একটু ক্যানিং বাজারে গেছিল কেনাকাটা করতে, মৃত্যুঞ্জয় সরদারের চার বছরের ছোট মেয়েটি খিদে পেতে একটি দোকানের সামনে টোটো দাঁড় করিয়ে খাবার নিচ্ছিল সেখানে কোন জ্যাম বা কোন সমস্যা ছিল না পিছনে অনেক টোটো , ক্যানিং ট্রাফিক পুলিশের ইন্সপেক্টর দেবপ্রসাদ সরদার বেশ কিছুটা দূরে ডিউটিতে তো ছিল, তারপরে কিভাবে এক পুলিশের কনস্টেবল এসে টোটোই লাঠিচার্জ করতে গিয়ে সম্পাদকের গায়ে মারল। কে এই কনস্টেবল কে মারার জন্য অনুমতি দিয়েছিল, যদি কোন সমস্যা থাকতো তাহলে এসে মুখে বলতেই পারতেন। এ

ক্রমশঃ

বাঙালি ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক মহাপ্রভু চৈতন্যদেব

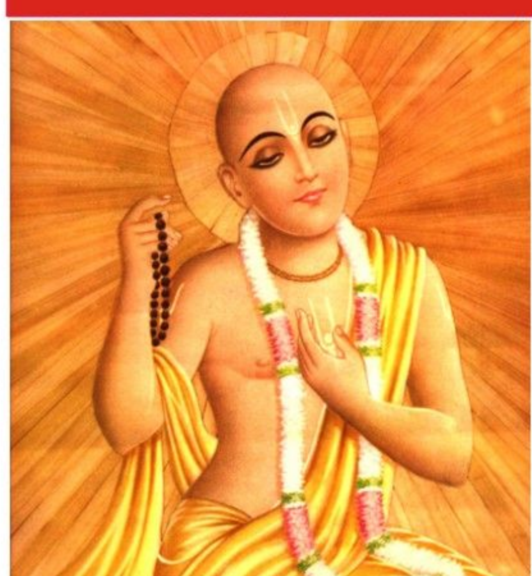

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

ভক্তদের থেকে তাকে এইভাবে কি বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া হয়েছিল? উপরন্ত লক্ষনীয়, মন্দিরের ভিতর থেকে একজন 'পড়িছা' বা পুরোহিত ঘোষণা করল জগন্নাথ অঙ্গে চৈতন্য বিলীন হয়ে গেছেন। তখন ভক্তবৃন্দ, রাজগুরু কাশী মিশ্র এবং অন্যান্য অনেকে বিলাপ করতে লাগলেন। রাজা স্বয়ং এ সংবাদ শুনে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন, কিন্তু চৈতন্যের পার্থিবদেহ সম্পর্কে কেউ অনুসন্ধান করলেন না।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

সিনেমার খবর

রাশমিকা-ক্যাটরিনার পর আলিয়ার ডিপফেক ভিডিও ভাইরাল

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সহজলভ্যতা ও জনপ্রিয়তা বাড়ার ফলে তারকাদের ডিপফেক ছবি, ভিডিওর ছড়াছড়ি এখন ট্রেন্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই প্রযুক্তি ক্রমশ জটিল করে তুলছে তারকাদের জীবন। এর আগে অভিনেত্রী রাশমিকা মান্দানা, কাজল, ক্যাটরিনা কাইফ, সারা টেন্ডুলকারের মতো তারকার ডিপফেক ভিডিও প্রকাশ হয়েছে। এখন এই তালিকায় যুক্ত হলো বলিউড অভিনেত্রী আলিয়া ভাটের নাম।

সম্প্রতি অনলাইনে ভাইরাল হয়েছে আলিয়া ভাটের একটি ভুয়া ভিডিও। তাতে দেখা যাচ্ছে, একজন নারী নীল রঙের ফুল ছাপা কো-অর্ড সেট পরে আধা শোয়া অবস্থায় আছেন। আর মেয়েটি ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে অশ্লীল ইঙ্গিত করছেন। ওই নারীর চেহারা আলিয়ার মতো লাগছে। তবে একটু গভীরভাবে দেখলে বোঝা যাবে যে এই ভিডিওর নারীটি আসলে আলিয়া নন।

এই বলিউড নায়িকার মুখ অন্য কোনো নারীর শরীরের ওপর সম্পাদনা করে বসানো হয়েছে। প্রযুক্তির অপব্যবহার করে এ ধরনের ভিডিও বানানোর ট্রেন্ড এখন দেখা যাচ্ছে।

ভারতের পুলিশ, প্রশাসন এর ওপর কড়া পদক্ষেপ নিতে কোমর বেঁধে নেমে পড়েছে। তথ্যপ্রযুক্তিমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব জানিয়েছেন, এসব ভুয়া ভিডিও গণতন্ত্রের জন্য নতুন এক বিপদ। আর সরকার এ ধরনের ভিডিওর সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য খুব শিগগিরই নিয়ম জারি করবে।

যে কারণে করনের অনুষ্ঠান ছেড়ে যাওয়ার হুমকি দেন কাজল

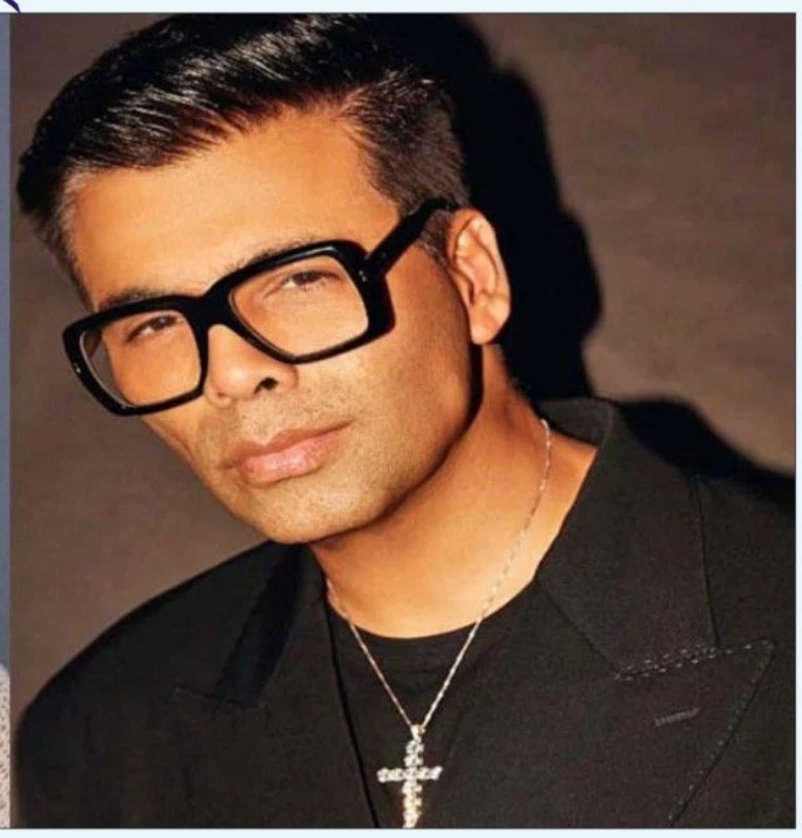

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : করন জোহর ও কাজল, বলিউডের 'বেস্ট ফ্রেন্ডস' বলে পরিচিত। করনের পরিচালিত প্রথম ছবি থেকেই কাজলের সঙ্গে পরিচয় তার। 'কুছ কুছ হোতা হ্যায়' ছবির সেট থেকে তৈরি হয়েছিল যে বন্ধুত্ব, তা আজও অমলিন। তবে সেই বন্ধুত্বের পথ যে পুরোটা মসৃণ, তা মোটেই নয়। বরং বন্ধু হিসেবে একাধিক চড়াই-উতরাইয়ের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে তাদেরকে।

২০১৬ সালে এক ঝগড়ার কারণে প্রায় মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তাদের। যদিও সেই ঝগড়ার কয়েক মাসের মধ্যেই আবার নিজেদের সম্পর্ক শুধরে নিয়েছিলেন দু'জনেই। তারপর কেটে গেছে সাত বছর। এখনও কি সেই ঝগড়ার তিক্ততা রয়ে গেছে কাজলের মনে?

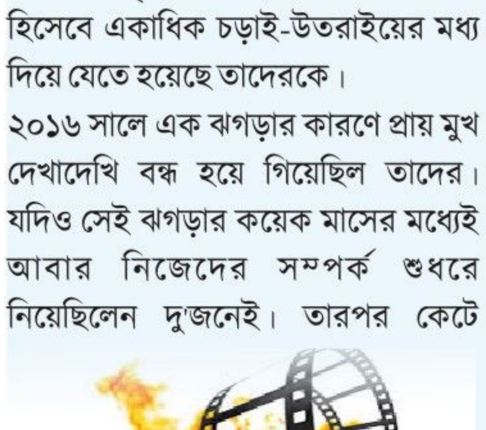

'কফি উইথ করন'-এর অষ্টম সিজনের এক পর্বের অতিথি কাজল এবং রানি মুখার্জি। সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে সেই পর্বের প্রোমো। সেই প্রোমোতেই দেখা যাচ্ছে করনের অনুষ্ঠান ছেড়ে চলে যাওয়ার হুমকি দিচ্ছেন কাজল। কিন্তু কেন? প্রোমো থেকে জানতে পারা যায়, কাজলকে করন প্রশ্ন করেন, তার পরিচালিত এবং কাজলের অভিনীত কোন কোন ছবিতে রানি বিশেষ চরিত্রে আছেন। সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে থতমত খেয়ে যান কাজল। শেষ পর্যন্ত উত্তর দিতেও পারেননি তিনি। তবে হাতে থাকা একটি যন্ত্রের মাধ্যমে ক্রমাগত আওয়াজ করতে থাকেন অভিনেত্রী। তাতেই বিরক্ত হয়ে কাজলের উপর চিৎকার করেন করন। তারপরই ধৈর্যচ্যুতি হয় অভিনেত্রীর।

কাজল বলেন, "আমি আর থাকতে পারছি না। আমি চললাম এই অনুষ্ঠান ছেড়ে।" যদিও অনুষ্ঠান ছেড়ে চলে যাননি তিনি। মজার ছলেই এমন হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন কাজল।

২০১৬ সালে একই দিনে মুক্তি পায় করনের 'অ্যায় দিল হ্যায় মুশকিল' এবং অজয় দেবগানের 'শিবায়'। সেই সময় অভিযোগ ওঠে, কাজলের স্বামী অজয়ের ছবি নিয়ে খারাপ কথা ছড়ানোর জন্য নাকি বিপুল অংকের টাকা দিয়েছিলেন করন। সেই বিষয় নিয়েই ঝগড়া বাধে কাজল এবং করনের মধ্যে। এমনকি, আত্মজীবনী 'অ্যান আনস্যুটেবল বয়'-এও করন লেখেন, কাজলের সঙ্গে নাকি সব সম্পর্ক শেষ করে দিয়েছেন তিনি। যদিও তার কয়েক মাস পরেই সব ভুল বোঝাবুঝি সরিয়ে একে অপরকে জড়িয়ে ধরেছিলেন তারা। তারপরে একাধিকবার 'কফি উইথ করন'-এ এসেছেন কাজল। এমনকি, এক সিজনে স্বামী অজয়ের সঙ্গেই এসেছিলেন অভিনেত্রী।

প্রাক্তন স্ত্রীকে বিয়ে করছেন বন্ধু, বিষণ্ণ অনুপম রয়

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : তুমি অন্য কারোর সঙ্গে বেঁধো ঘর'... এই গান যখন অনুপম সৃষ্টি করেছিলেন তখন তিনি কী আজকের দিনের কথা ভেবেছিলেন। সাবেক স্ত্রী পিয়া চক্রবর্তী আজ ঘর বাঁধছেন তার বন্ধু পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের খবর অনুসারে, আজ সাত পাকে বাঁধা পড়বেন পিয়া ও পরমব্রত। প্রাক্তন স্ত্রীর বিয়ের দিন অনুপম বিষণ্ণ, একাকীত্ব বোধ করছেন সেটা বোঝা গেল এই গায়কের সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশিত এক পোস্টে। বন্ধুর সঙ্গে প্রাক্তন স্ত্রীর বিয়েতে অরিন্দম চক্রবর্তীর লেখাতেই যেন নিজের কথা বলেছেন অনুপম রায়। সোমবার ইনস্টাগ্রাম পোস্টে জনপ্রিয় এই গায়ক লিখেছেন, 'নিজেই নিজেকে মেরে ফেলা, অন্যকে দিয়ে নিজেকে মারা, আর নিজেকে মরতে দেওয়া -

এই তিনভাবেই আত্মহত্যা সম্ভব। কাজেই নিজেকে উদ্যোগ নিয়ে নিজেকে মারতে হবে- এমন নয়।'- অরিন্দম চক্রবর্তী।

অনুপমের এমন পোস্টে ভক্তদের হৃদয়েও ঝড় তুলেছে। কেউ লিখেছে, 'প্লিজ এইরকম ভালোলাগে না। মাথা উঁচু করে এগিয়ে যান।', কেউ আবার লিখেছেন, 'তুমি অন্য করোর সঙ্গে বেঁধো ঘর, জীবন মানেই বেঁচে থাকার গান।'

ভারতীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে, অনুপমের প্রাক্তন স্ত্রী পিয়া চক্রবর্তী একজন সমাজকর্মী ও মানসিক স্বাস্থ্যকর্মী। আবার গায়িকাও। যদিও অনুপম রায়ের স্ত্রী হিসেবেই ভক্তমহলে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। তবে ২০২১ সালে অনুপমের সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদের পর থেকেই সেই পরিচিতি বদলে যায়। এরপর পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে পিয়ার প্রেমের গুঞ্জন ছড়ায়। ব্যক্তিজীবনে এই অভিনেতাও ছিলেন ব্যাচেলর। করোনা মহামারি শুরুর দিকে পরমব্রতর সঙ্গে পিয়ার ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। লিভ-ইন সঙ্গী প্রেমিকা ইকার সঙ্গে পরমব্রতর যখন দূরত্ব বাড়ছিল, ঠিক সেই সময়ে আরও কাছে চলে আসে দু'জন। এরপর বছর খানেক আগেই সকলকে চমকে দিয়ে বিয়ে ভাঙার খবর প্রকাশ্যে আনেন পিয়া-অনুপম। নেপথ্যে তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে উঠে আসে পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়ের নাম। তারা সকলেই একে-অপরের বন্ধু ছিলেন। কিন্তু ২০২১ সালের পর সেই সমীকরণটা বদলে যায়। সবশেষ পিয়াকেই বিয়ে করতে চলেছেন এই অভিনেতা।

করণের শোতে বিচ্ছেদের কারণ জানাবেন আমির-কিরণ!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : এবার 'কফি উইথ করণ' এর নতুন পর্বে অতিথি হয়ে আসতে যাচ্ছেন বলিউড অভিনেতা আমির খান এবং তার সাবেক স্ত্রী কিরণ রাও। ইতিমধ্যে করণ জোহরের এই আলোচিত শো-তে তারা সেই পর্বের শুটিংও নাকি সেরে ফেলেছেন।

ইন্ডিয়া টুডের রিপোর্টে জানানো হয়েছে, কফি উইথ করণ সিজন ৮ -এর শেষ পর্বে আসবেন আমির এবং কিরণ। এই পর্বের শুটিংয়ের নাকি দারুণ মজা করেছেন আমিররা। লাগান ছবির সেটে প্রথমবার দেখা হয়েছিল আমির খান এবং কিরণ রাওয়ের। কিন্তু তখনই তারা একে অন্যের প্রেমে পড়েননি। পরে তাদের আবারও দেখা হয়, প্রেমে পড়েন এবং ২০০৫ সালে গাঁটছড়া বাঁধেন। তাদের একটি সন্তানও আছে, আজাদ রাও খান। যদিও সেই সম্পর্কেও তারা ইতিমধ্যেই ইতি টেনেছেন। ২০২১ সালে ডিভোর্স হয় আমির এবং কিরণের। যদিও এখনও তারা ভালো বন্ধু রয়েছেন একে অন্যের। কিছুদিন আগে যখন আমির খানের মেয়ে ইরার যখন বিয়ে হয় সেখানে উপস্থিত ছিলেন কিরণ। এমনকি কিরণ রাওয়ের আগামী ছবি লাপাতা লেডিজ ছবির প্রযোজক হলেন আমির। ইতিমধ্যেই এই ছবিটি টরন্টো আন্তর্জাতিক ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে প্রদর্শিত হয়েছে। এছাড়াও পানি ফাউন্ডেশন নিয়ে তারা একত্রে কাজ করছেন যা তারা দুজন মিলেই শুরু করেছিলেন।

ব্রাজিলের কোচ
হতে চান মরিনহো

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : কাতার বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে ক্রোয়েশিয়ার কাছে টাইব্রেকারে হেরে আসর থেকে ছিটকে গিয়েছিল ব্রাজিল। এরপরই কোচের দায়িত্ব ছেড়েছেন তিতে। নতুন কোচ হিসেবে রিয়াল মাদ্রিদের কোচ কার্লো আনচেলত্তিকে নেইমারদের কোচ হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল ব্রাজিলিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন (সিবিএফ)।

তবে স্প্যানিশ ক্লাব রিয়ালের সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত নতুন কোনো সিদ্ধান্ত নিতে চান না বলে জানিয়েছেন আনচেলত্তি। ফলে বাধ্য হয়ে হয়ে ফার্নান্দো দিনিজকে অন্তবর্তীকালীন কোচ বানায় ব্রাজিল। যদিও ব্রাজিলের কোচ হওয়ার প্রস্তাব পেয়ে গর্ববোধ করেন বলে জানিয়েছেন ইতালিয়ান কোচ আনচেলত্তি।

এদিকে গুঞ্জন উঠেছে, ব্রাজিলের কোচ হতে চান ইতালিয়ান ক্লাব রোমার কোচ হাসে মরিনহো। বলা হচ্ছে, বর্তমান ক্লাবের সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ শেষে পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের দায়িত্ব নিতে নিজের ইচ্ছের কথা জানিয়েছেন পর্তুগালের কোচ। সম্প্রতি ইতালিয়ান টেলিভিশন চ্যানেল টিজিওকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে চেলসির সাবেক কোচ মরিনহো রিয়াল কোচ আনচেলত্তিকে তার বর্তমান ক্লাবের সঙ্গে মেয়াদ বাড়িয়ে নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি মনে করছেন, আনচেলত্তিই রিয়ালকে পরিচালনার যোগ্য প্রার্থী। আর যারা রিয়াল মাদ্রিদের মতো ক্লাব ছেড়ে দেবে তারা মানসিক ভারসাম্যহীন।

এদিকে সৌদি প্রো লিগে বড় অংকের টাকায় কোচ হওয়ার প্রস্তাব পেয়েছিলেন মরিনহো। নিজের ক্লাবের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ থাকায় সে প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছেন ২০১০-১৩ মেয়াদের সাবেক রিয়াল কোচ।

মনে করা হচ্ছে, তিনি ব্রাজিলের কোচ হওয়াকেই সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দিচ্ছেন। আনচেলত্তি শেষ পর্যন্ত সেলেসাওদের দায়িত্ব না নিলে ব্রাজিলের বাধ্য হয়েই অন্য কোচ খুঁজতে হবে।

ব্যাটে ফিলিস্তিনি পতাকার স্টিকার;
পাকিস্তানি ক্রিকেটারকে জরিমানা

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : ফিলিস্তিনকে সমর্থন করতে গিয়ে জরিমানা গুনলেন পাকিস্তানের ক্রিকেটার আজম খান। গতকাল রোববার দেশটির ঘরোয়া ক্রিকেট প্রতিযোগিতা ন্যাশনাল টি২০-তে একটি ম্যাচে ফিলিস্তিনের পতাকার স্টিকার লাগানো একটি ব্যাট দিয়ে ব্যাটিং করতে নামেন এই ক্রিকেটার। পরে বিষয়টি পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের নজরে এলে এই তরুণ ক্রিকেটারকে ম্যাচ ফির ৫০ শতাংশ জরিমানা করা হয়।

করাচি হোয়াইটস ও লাহোর ব্লুজ-এর মধ্যকার ম্যাচে আজম খান করাচির হয়ে ব্যাট করতে নেমেছিলেন। যদি ম্যাচের দায়িত্বরত আম্পায়ারের অনুমতি সাপেক্ষে তিনি স্টিকারটি ব্যবহার করতেন, তাহলে হয়তো তাকে কোনো জরিমানা গুনতে হতো না। কিন্তু আম্পায়ার তাকে এ বিষয়ে সতর্ক করলে আজম খান তা মানতে অস্বীকৃতি জানান। যে কারণে শেষ পর্যন্ত জরিমানা গুনতে হলো এই ব্যাটারকে।

তবে কেবল গতকালের ম্যাচেই ফিলিস্তিনের পতাকা ব্যবহার করেছেন আজম খান, বিষয়টি এমন নয়। এর আগের দুটি ম্যাচেও তিনি ইসরায়েলের আগ্রাসনের শিকার দেশটির পতাকার স্টিকার ব্যবহার করেছেন।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট বোর্ডের আচরণবিধি সংশিষ্ট বিধিতে বলা আছে, কোনো ক্রিকেটার অনুমোদিত কোনো ধরনের লোগো ব্যাটে ব্যবহার করতে পারবেন না। সে হিসেবে আজম খান আইসিসির নীতি ভঙ্গ করেছেন বলে জরিমানা দিতে হয়েছে তাকে।

অন্যের হারে উদযাপনের মানসিকতা
ছাড়তে বললেন ওয়াসিম-গম্ভীর

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : নিজ দেশ জিতলে সমর্থকদের উন্মাদনার শেষ নেই। তবে এক দেশ হারলে আরেক দেশের সমর্থকদের উদযাপনে মত্ত হতে দেখা নিয়মিত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। কয়েক দশক ধরেই চলে আসছে এমনটা। এবারের বিশ্বকাপেও এর ব্যতিক্রম হয়নি।

সম্প্রতি বিশ্বকাপ ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ভারতের হারের পর উল্লাস প্রকাশ করতে দেখা যায় পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সমর্থকদের। পাকিস্তান ও বাংলাদেশ নিজেরা বিশ্বকাপে ভালো করতে না পারলেও ভারতে হারে প্রকাশ্যে দেখায় উল্লাস।

এই বিষয়টি নিয়ে গত কয়েকদিন ধরেই চলছে আলোচনা। এবার এ নিয়ে মুখ খুলেছেন ভারত-পাকিস্তানের সাবেক দুই ক্রিকেটার গৌতম গম্ভীর ও ওয়াসিম আকরাম। অনেক ব্যাপারে দ্বিমত থাকলেও অন্যের হারে উল্লাস প্রকাশ যে কাম্য নয়, এ নিয়ে একমত প্রকাশ করেছেন দুজনেই। ভারতীয় এক সংবাদ মাধ্যমে এই ব্যাপারে ওয়াসিম বলেন, 'ভারত ও পাকিস্তানের লোকজন একে অপরের হারে যেভাবে উদযাপন করেছে তা দেখে একটা কথাই বলা যায়, যার বিয়ে তার খবর নেই পাড়াপড়শির ঘুম নেই।'

ওয়াসিমের মতে, এসব বিষয়ের মাধ্যমে উগ্রতাকে উস্কানি দেওয়া হয়।

তিনি যোগ করেন, 'আপনার দেশের প্রতি আপনার টান আছে, আমার দেশের প্রতি আমার টান আছে। ব্যাপারটা এখানেই শেষ হওয়া উচিত। আমি কারো নাম নেব না, তবে দুই দেশেই এমন কিছু মানুষ আছেন, যাদের আচরণ এসব ব্যাপারকে উসকে দেয়। দিনশেষে এটা স্রেফ খেলাই।'

ভারতের সাবেক ওপেনার গম্ভীর এই মানসিকতা থেকে সরে আসতে বললেন, 'অন্যের পরাজয়ে আনন্দে ভাসার চেয়ে নিজেদের দলের জেতার দিকে মনোযোগী হোন। অন্যের হারে উল্লাসের কোনও মানে নেই। পাকিস্তান হারলে ভারতের মানুষ আনন্দিত হয়, ভারত হারলে পাকিস্তানের মানুষ আনন্দিত হয়। এটা খুব বাজে মানসিকতা। এসব বদলাতে হবে, অন্তত খেলাধুলার ক্ষেত্রে অবশ্যই।'

যেখানে রোনালদো-এমবাপেকে
এক করলেন সাবেক বিশ্বজয়ী তারকা

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : কিলিয়ান এমবাপে। ফরাসি তরুণ ফুটবলার। ২৪ বছর বয়সী এই তরুণ নিজের প্রথম বিশ্বকাপেই দলকে এনে দিয়েছিলেন শিরোপা। পরের আসর ২০২২ সালের কাতার বিশ্বকাপেও দলকে তোলেন ফাইনালে। তবে দুর্দান্ত লড়াই করেও হেরে যেতে হয় ফুটবল জাদুকর মেসির আর্জেন্টিনার বিপক্ষে।

জাতীয় দলের পাশাপাশি ক্লাবেও দারুণ খেলছেন এমবাপে। যে কারণে এই ফুটবল তারকাকে নিয়ে বহু প্রত্যাশা ভক্তদের। বর্তমানে নিজ দেশের ক্লাব প্যারিস সেইন্ট জার্মেইয়ের (পিএসজি) হয়ে খেলছেন এমবাপে। সেখানেও একের পর এক গোল করে যাচ্ছেন।

বিশ্বজয়ী এই পিএসজি তারকার সঙ্গে পর্তুগালের সুপারস্টার ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর দারুণ মিল খুঁজে পেয়েছেন ফ্রান্সের আরেক বিশ্বজয়ী সাবেক তারকা বিক্সেন্তে লিজারাজু।

১৯৯৮ সালের বিশ্বজয়ী এই সাবেক তারকা বলেন, 'সে যা করে, সবই অসাধারণ। আমরা তা উপলব্ধি করি না। এটা ব্যতিক্রমী। সে যখনই চায়, একাই ম্যাচের গতিপথ পরিবর্তন করার জাদুকরী ক্ষমতা রাখে। সে বহুবার এটি করেছে। সে প্রতিপক্ষের রক্ষণভাগকে ভয় দেখায় এবং তার দলের ফুটবলারদের আত্মবিশ্বাস এনে দেয়।'

তিনি আরও বলেন, 'সর্বোপরি, তার দক্ষতা এবং মানসিকতা ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর মতো। সে পরিসংখ্যানের দিক থেকে সবকিছু করতে চায় এবং সেটা করেও। এর পেছনে রয়েছে তার ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধিমত্তা, সুনির্দিষ্ট যোগাযোগ এবং অধিনায়ক হিসাবে দারুণ ভূমিকা।'

২০২৩ সালের মৌসুমের সেরা ফুটবলারের পুরস্কার ব্যালন ডি'র পুরস্কার জেতার অন্যতম দাবিদার ছিলেন এমবাপে। যদিও পুরস্কারটি অষ্টমবারের মতো নিজের করে নেন লিওনেল মেসি। আগামীতে যখন মেসি-নেইমার-রোনালদোরা থাকবেন না, তখন বিশ্বফুটবলকে নেতৃত্ব দেবেন এই ফরাসি তারকা।

রোনালদোর মতো এমবাপেও একের পর এক রেকর্ড করে যাচ্ছেন। নিজের গড়া রেকর্ড আবার নিজেই ভাঙছেন। আগামী মৌসুমে হয়তো রোনালদোর সাবেক ক্লাব রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দিচ্ছেন এমবাপে। কারণ বর্তমান ক্লাব পিএসজির সঙ্গে আর চুক্তির মেয়াদ বাড়াতে আগ্রহী নন এমবাপে। ফলে আগামী গ্রীষ্মে ফ্রি এজেন্ট হয়ে যাবেন এই ফুটবল সুপারস্টার। তখন যেকোনো দল এই তাকে কিনে নিতে পারবে।

আইপিএলের আগেই
ভারতে নতুন ক্রিকেট লিগ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ২০২৪ সালে মার্চের শেষে আইপিএল শুরু হওয়ার আগেই নতুন একটি ক্রিকেট লিগ চালু হতে যাচ্ছে ভারতে। ২ থেকে ৯ মার্চ এই লিগ চলবে। মোট ছয়টি দল অংশ নেবে। এই লিগটি ক্রিকেটের হলেও খেলা হবে টেনিস বলে। টি১০ ফরম্যাটে ম্যাচ হবে। অর্থাৎ প্রতি দল ব্যাট করার জন্য ১০ ওভার পাবে। ইনডোর স্টেডিয়ামে খেলাগুলো হবে।

নতুন এই লিগের নাম দেওয়া হয়েছে ইন্ডিয়ান স্ট্রিট প্রিমিয়ার লিগ (আইএসপিএল)। আইপিএলের মতো এটিও ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ। প্রতি দলে একজন 'খ্যাতনামা মালিক' থাকবেন। মুম্বাই, হায়দ্রাবাদ, বেঙ্গালুরু, চেন্নাই, কলকাতা এবং শ্রীনগরের দল থাকবে। প্রতিটি দলে সর্বোচ্চ ১৬ জন ক্রিকেটার রাখা হবে। সাপোর্ট স্টাফ থাকতে পারেন ৬ জন। কিন্তু সব মিলিয়ে তাদের বেতন ১০ লাখ টাকার বেশি হবে না। দলের এক মেন্টরও থাকতে পারেন। তার বেতন ১৫ লক্ষ টাকার বেশি হবে না। প্রতিটি দলের হাতে ক্রিকেটারদের কেনার জন্য ১ কোটি টাকা করে থাকবে। একজন ক্রিকেটারের সর্বনিম্ন মূল্য ৩ লাখ টাকা। কোনো ঊর্ধ্বসীমা নেই। ২৪ ফেব্রুয়ারি নিলাম হবে।

গুজরাটের নতুন অধিনায়ক গিল

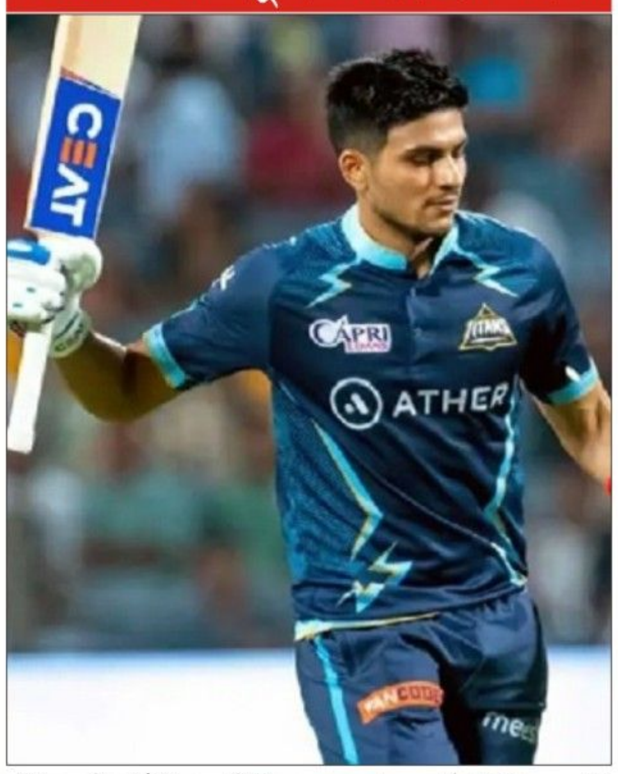

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের কাছে হার্ডিক পান্ডিয়াকে সমঝোতার ভিত্তিতে বিক্রি করে দিয়েছে গুজরাট টাইটান্স। গত দুই মৌসুমে দলটির অধিনায়ক ছিলেন তিনি। হার্ডিকের জায়গায় গুজরাট তরুণ ভারতীয় ওপেনার শুভমান গিলের কাঁধে নেতৃত্বভার তুলে দিয়েছে।

গুজরাট টাইটান্সের ক্রিকেট পরিচালক বিক্রম সুনাক্কি বলেছেন, 'গিল তার উন্নতি দেখিয়েছে এবং গত দুই বছরে নিজের খেলাটাকে শীর্ষ পর্যায়ে নিয়ে গেছে। আমরা তাকে শুধু ব্যাটার হিসেবে নয় ক্রিকেটার হিসেবে পরিণত হতে দেখেছি। তরুণ নেতৃত্বের হাতে দল তুলে দিতে পেরে আমরা দারুণভাবে উচ্ছ্বসিত।'

গুজরাটের নেতৃত্বভার পেয়ে গিল বলেছেন, 'আমি গুজরাট টাইটান্সের অধিনায়ক হয়ে উচ্ছ্বসিত এবং একই সাথে গর্বিত। দারুণ একটা দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ করে দেওয়ায় ফ্র্যাঞ্চাইজির প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমাদের গত দুই মৌসুম খুব ভালো কেটেছে। আনন্দ দেয় এমন ব্র্যান্ডের খেলা উপহার দিয়ে দলকে এগিয়ে নিতে চাই।'

গিল গুজরাটের হয়ে দুই মৌসুমে ৩৩ ম্যাচ খেলেছেন। প্রথম মৌসুমে দলকে চ্যাম্পিয়ন করতে দারুণ ভূমিকা রেখেছিলেন তিনি। সর্বশেষ মৌসুমে ১৬ ম্যাচ খেলে ৮৯০ রান করেন তিনি। তার দল রানার্স আপ হিসেবে মৌসুম শেষ করে। আইপিএলে নাম লেখানোর পর গুজরাটকে দুই মৌসুম নেতৃত্ব দিয়ে ফাইনালে তোলেন পান্ডিয়া। তার আগে মুম্বাইয়ে ছিলেন তিনি। রোহিত শর্মার উত্তরসূরী হিসেবে মুম্বাই হার্ডিক পান্ডিয়াকে দলে ফিরিয়ে আনছে বলে শোনা যাচ্ছে। তবে আসন্ন মৌসুমেই তিনি নেতৃত্বভার পাবেন নাকি রোহিত শর্মা অবসর নেওয়ার পর তা পরিষ্কার নয়।

কার্ডের ম্যাচে
চেলসিকে উড়িয়ে দিলো নিউক্যাসল

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : প্রথমার্ধ ১-১ সমতায় শেষ করেছিল চেলসি-নিউক্যাসল। দ্বিতীয়ার্ধে নেমে পুরো দৃশ্যপট পাল্টে দিল দুই দল। চেলসির জালে আরও তিনবার বল জড়িয়ে দিল নিউক্যাসল। অন্যদিকে কার্ড আর গোল হজম করলো চেলসি। অবশেষে চেলসিকে ৪-১ গোলে উড়িয়ে দিল নিউক্যাসল ইউনাইটেড।

২৫ নভেম্বর ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের খেলায় মাঠে নামে চেলসি ও নিউক্যাসল ইউনাইটেড। ম্যাচের মাত্র ১৩ মিনিটেই এগিয়ে যায় নিউক্যাসল। বক্সের মাঝখান থেকে ডান পায়ের দুর্দান্ত শটে গোল করে দলকে লিড এনে দেন আলেকজান্ডার ইসাক। এর ১০ মিনিট পর পাল্টা গোল করে দলকে সমতায় ফেরান চেলসির উইঙ্গার রাহিম স্টার্লিং। গোলের খেলা এখানেই শেষ হয় চেলসির। এরপর যেটা তারা করেছে, সেটা হলো- কার্ড দেখা আর গোল হজম করা।

দ্বিতীয়ার্ধে নেমেও কিছুটা সময় ম্যাচ ধরে রেখেছিল চেলসি। কিন্তু ৬০ ও ৬১তম মিনিটে দুটি গোল খেয়ে ম্যাচ থেকে ছিটকে যায় মাউরিসিয়ো পোচেতিনোর শিষ্যরা।

নিউক্যাসলের হয়ে গোল দুটি করেন ডিফেন্ডার জামাল লাসেলস ও ব্রাজিলিয়ান উইঙ্গার জোয়েলিংটন। দল যখন ৩-১ গোলে পিছিয়ে তখন আরও একটি দুঃসংবাদ পায় চেলসি। ম্যাচের ৭৩তম মিনিটে রিসি জেমস লালকার্ড দেখে মাঠ ছাড়লে ১০ জনের দলে পরিণত হয় চেলসি।

এরপর ৮৩তম মিনিটে আরও একটি গোল হজম করে চেলসি। ফলে দ্য ব্লুজদের ৪-১ গোলে উড়িয়ে দেয় নিউক্যাসল ইউনাইটেড।

ম্যাচে মোট ১০ বার কার্ড বের করেন রেফারি। এরমধ্যে একটি লালকার্ড ও ৯টি হলুদকার্ড। চারটি হলুদকার্ড দেখেছে নিউক্যাসল আর পাঁচটি হলুদকার্ড দেখেছে চেলসি।

চলতি মৌসুমে ১৩ ম্যাচ খেলে ২৩ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে নিউক্যাসল। সমান ম্যাচ খেলে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে ১০তম স্থানে চেলসি।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR